দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 JAN 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

টোকাই নয় পথকলি

শ্রমজীবী শিশুদের জন্য এরশাদের ২টি স্কুল উদ্বোধন

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ মঙ্গলবার দোলাইখাল ও ফতুল্লায় গরীব শ্রমজীবী শিশুদের জন্যে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় উদ্বোধন করেন।

দোলাইখালের বিদ্যালয়টির নাম দেয়া হয়েছে পথকলি—১ঃ দোলাই

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

এরশাদের ২টি

(১-এর পৃঃ পর)

খাল শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়। আর ফতুল্লারটির পথকলি-২ঃ ফতুল্লা শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়।

বাসসর এ খবরে বলা হয় উদ্বোধন উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাষণে বলেন, পিতামাতার দারিদ্রের কারণে যেসব কর্মজীবী শিশুকে কায়িক শ্রম করে জীবিকার্জন করতে হয়, তাদের জন্যে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে।

তিনি বলেন, যেসব শিশু দোলাইখাল এলাকার বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে এবং ফতুল্লায় ইট পাথর ভাঙার কাজ করে, তারা তাদের নিজ নিজ কর্মস্থলে যাবার আগে এই বিদ্যালয়ে এক ঘন্টা অধ্যয়ন করবে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন ফুটন্ত ফুলের মতো এসব শিশু দেশের সম্পদ। দেশ ও সমাজের দায়িত্ব তাদের প্রস্ফুটিত হতে সাহায্য করা।

তিনি বলেন, সামান্য অর্থ উপার্জনের জন্যে এসব শিশুকে সারা দিন পরিশ্রম করতে হয়। ওরা পড়াশুনার সময় পায় না। বর্তমান সরকারই প্রথমবারের মতো এসব শিশুকে সমাজের বোঝা হিসাবে নয়, সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করার উদ্যোগ নিয়েছে।

দেশের আইনে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও দন্ডনীয় হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র এসব শিশুকে কাজ করতে বাধ্য করে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, এসব শিশু হচ্ছে ফুলের কলির মতো। তিনি কার্টুনিস্ট রণবীকে এদের নাম 'টোকাই' এর পরিবর্তে 'পথকলি' রাখার অনুরোধ জানান।

পথকলি-১ প্রায় ১২ লাখ টাকা এবং পথকলি-২ প্রায় সাড়ে ১৪ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্মিত এই একেকটি বিদ্যালয়ের ছাত্র ধারণ ক্ষমতা ২৫০।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, তাঁর অনুরোধে দোলাইখাল এলাকার শিশুদের নিয়োগ কর্তারা প্রত্যেক শিশুকে ৫০ টাকা করে বেশি মজুরি দিতে রাজি হয়েছে। এই অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নামে ব্যাংক একাউন্ট খুলে তাতে জমা রাখা হবে। পাঁচ বছর পরে এসব শিশু যখন প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করবে, তখন এককালীন এই থোক টাকা তাদের দেয়া হবে, যাতে তারা এটা দিয়ে কিছু একটা করতে পারে কিংবা আরো পড়াশুনা চালাতে পারে।

এসব বিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের সরকারও আরো পড়াশুনা চালাতে সহায়তা করবেন বলে তিনি জানান।

জনাব রেজাউর রহমান প্রতিষ্ঠিত অধিকার ট্রাস্টকে প্রেসিডেন্ট এরশাদ প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর নামে ব্যাংক একাউন্ট খোলার দায়িত্ব গ্রহণ ও তাদের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বলেন, পথকলি-১ ও পথকলি-২ এর সাফল্যের পর সরকার ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে এ ধরনের আরো বিদ্যালয় স্থাপন করবেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, প্রতি বছর এক কোটি ৭০ লাখ প্রাথমিক শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ৭০ লাখ পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। কারণ বাবা-মাকে সাহায্য করতে তাদের মাঠে ময়দানে ও কল-কারখানায় কাজ করতে হয়।

সমাজের সচ্ছল ব্যক্তিদের প্রতি তিনি এসব শিক্ষার্থীকে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসার আহবান জানান। এ দায়িত্ব এত বিশাল যে সরকারের একার পক্ষে তার মোকাবিলা করা সম্ভব নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেন, প্রেসিডেন্ট এরশাদের সরকার দুঃস্থ জনগণের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের চেষ্টায় নিয়োজিত।

স্কুল উদ্বোধন

[নিয়ো]জিত। প্রেসিডেন্ট এরশাদ দুঃস্থ জনগণের বন্ধু। তিনি তাদের সমস্যা আরো ভালোভাবে বোঝেন এবং সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করেন।

এর আগে প্রেসিডেন্ট এরশাদ হর্ষধ্বনি ও করতালির মধ্যে ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে বিদ্যালয় দুটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। তিনি বিভিন্ন শ্রেণীকক্ষ ঘুরে দেখেন এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাদের কুশল জিজ্ঞেস করেন।

ফেরার পথে প্রেসিডেন্ট পাগলা বাজারে নেমে পাথর ভাঙার কাজে রত শিশুদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন।

পরে তিনি উত্তর যাত্রাবাড়িতে নির্মীয়মাণ মিউনিসিপ্যাল পার্কটি পরিদর্শন করেন এবং নির্মাণ কাজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের প্রশাসক কর্নেল (অবঃ) এম এ মালেক এই পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন।